দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 23 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বাংলাদেশ স্কলারশিপ কাউন্সিলের ১২তম বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ —জনক

বিএসসির দ্বাদশ বৃত্তি প্রদান

শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষালাভের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে হবে

স্কলারশিপ কাউন্সিল (বিএসসি) ২০০৬-২০০৭ বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের ১২তম বৃত্তি ঘোষণা করেছে। শুক্রবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেয়া হয়। এ বছর সারা দেশের বৃত্তিপ্রাপ্ত ৩০০ জনের প্রত্যেককে সার্টিফিকেটসহ ১২ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। বৃত্তি প্রদান উপলক্ষে আলোচনাসভায় বক্তারা উপযুক্ত শিক্ষা অর্জন করে নিজেদের দেশের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। দেশের হতাশাজনক পরিস্থিতির মাঝেও তরুণ সমাজ সামনে এগিয়ে চলছে। বিদেশের মাটিতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত স্থান ও সুযোগের অভাবে বিদেশেই থেকে যাচ্ছে। বক্তারা বলেন, দেশের সর্বত্র আজ হতাশা বিরাজ করছে। কোথাও কোন আদর্শ নেই। দেশ চলছে ঘোর অন্ধকারের দিকে। বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে অসুস্থ। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাঁদছে দেশমাতৃকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে অস্ত্রের মহড়া। বক্তারা দেশের সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষার মাধ্যমে সুন্দর মন তৈরি করে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে কাজ করার পরামর্শ দেন।

শুক্রবার বাংলাদেশ স্কলারশিপ কাউন্সিলের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএসসির চেয়ারপার্সন অজিত কুমার বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইত্তেফাকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দৈনিক জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ, অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশে জাপান দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স ইউনেজো ফুকুদা প্রমুখ।

ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন চরিত্রহীন শিক্ষাকে বড় ভয়ঙ্কর হিসেবে অভিহিত করে বলেন, দেশের হতাশাজনক পরিস্থিতির মাঝেও তরুণরা সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। তিনি শিক্ষার্থীদের সব ব্যর্থতাকে জয় করে নেতৃত্বসুলভ শিক্ষালাভ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, জাপানের মতো মানব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রত্যাশিতভাবে উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়েও উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ

জানিয়ে বলেন, শিক্ষকদের মাসের পর মাস ধর্মঘ পালনের চিত্র দেখে আমি মর্মাহত হই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চ অস্ত্রের মহড়া। ফলে দেশের শিক্ষার মান নিম্নদিকে ধাবি হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিদেশে মাটিতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও উপযুক্ত স্থান ও সুযোগে অভাবে বিদেশেই থেকে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সমস্য ছাত্রছাত্রীদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি বলেন ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি থেকে দূরে থেকে উপযুক্ত শিক্ষালাভে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। দেশে আজ কো আদর্শ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। ইউনেজো ফুকুদ সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন, জাপান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক শুধু অর্থনৈতিব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এই সম্পর্ক সামাজিক ও সাংস্কৃতিব ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম বলেন দেশের সর্বত্র আজ হাহাকার। মানুষের মনে চরম অশান্তি। বাংলাদেশ হয়ে পড়েছে অসুস্থ। যন্ত্রণায় কাঁদছে দেশমাতৃকা। তিনি বলেন, উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে মনকে সুন্দর করে দেশের কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি দেশের সঙ্কট নিরসনে একতাবোধ সমঝোতা